ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ আশ্বিন ১৪৩০, ১৫ অক্টোবর ২০২৩

উপাচার্যের চীন সফর

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৮ অক্টোবর ২০২৩ ৫-দিনের সফরে চীনে গমন করেন। চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হু জিনমিং-এর আমন্ত্রণে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বোর্ড মিটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য তিনি এই সফর করেন।

সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের সাথে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এছাড়াও, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সাংহাই ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এসময় সাংহাই ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. চেন ডংঝিয়াও-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ে যৌথ কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

চীন সফর শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১২ অক্টোবর ২০২৩ দেশে ফিরেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭.৩০টায় অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে শোক র‍্যালি বের করে জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-উপচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজমুল হক ভুইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মো. আবু কাওছার, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝিসহ হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা)-এর দক্ষিণ কোরিয়া সফর

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৭-দিনের সফরে দক্ষিণ কোরিয়ার গমন করেন। তিনি বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত 'জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়' শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গবেষণা তহবিল গঠন

শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে 'দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফান্ড' শীর্ষক ফান্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এই ফান্ডের তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অফিস সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত এই তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী এবং পপুলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ১ কোটি ১১ লাখ টাকা অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে এই ফান্ড সচল করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দাতাবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে এই ফান্ডের কার্যক্রম শুরু হলো। এটি চলমান থাকবে এবং প্রতিবছরই একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান, ধনাঢ্য, দানবীর, শিক্ষা ও গবেষণায় অনুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনুদানের চেক গ্রহণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই ফান্ডের তহবিল আরও বৃদ্ধি করার জন্য দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইসহ দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ উপস্থিতিতে আগামীতে একটি সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে এই ফান্ডের মুলধন ১হাজার কোটিতে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অনুদানের চেক প্রদান করে আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রীতি চক্রবর্ত্তী এবং ডা. মোস্তাফিজুর রহমান অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর শান্তি ও মুক্তির দর্শনের আলোকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে উঠতে হবে- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তি ও মুক্তির দর্শন সবসময় বিশ্বে শান্তিকামী ও মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ইউনেস্কো স্বীকৃত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং তাঁর জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধ বিশ্বে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতিত, নিপীড়িত ও সংগ্রামী মানুষের মুক্তি অর্জনে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বর্ণপদক-২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম এবং স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত (মরণোত্তর) বেবী মওদুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবিউল হাসান অভি।

বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, প্রাবন্ধিক, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষক এবং সাবেক সংসদ সদস্য বেবী মওদুদকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বর্ণপদক-২০২৩' (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। বেবী মওদুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবিউল হাসান অভি'র হাতে শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি, এমপি স্বর্ণপদক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সনদপত্র তুলে দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি বলেন, শোষণ-নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু সারাজীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রয়াত বেবী মওদুদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধ লেখনীর মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা ও বিবেকবোধ নিয়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে– উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানুষের বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও বিবেকবোধের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, জ্ঞান ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানব জীবন যেন হুমকির সম্মুখীন না হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী '৬ষ্ঠ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড'-এর উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দেশের স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের সভাপতি অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল এবং রোবটিক্স (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড সাপোর্ট ইউনিট অফিস উদ্বোধন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে গত ৪ অক্টোবর ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ‘স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড সাপোর্ট ইউনিট’-এর অফিস উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর ‘স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড সাপোর্ট ইউনিট’-এর সাথে ৪টি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড, এক্সপো হোল্ডিংস্ (বিডি) লিমিটেড এবং এসইবিপিও সার্ভিকইঞ্জিন লিমিটেড। এসব সমঝোতা স্মারকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ‘স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড সাপোর্ট ইউনিট’-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং ডিপিডিসি’র পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মহিউল আলম, সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও রফিকুল ইসলাম, এক্সপো হোল্ডিংস্ (বিডি) লিমিটেডের পক্ষে ডিরেক্টর এন্ড সিইও এম এইচ খুশরু এফসিএ এবং এসইবিপিও সার্ভিকইঞ্জিন লিমিটেডের পক্ষে এইচআর ম্যানেজার আবুবকর সিদ্দিক।

‘ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড পাবলিক হেলথ্’ শীর্ষক কোর্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ মিলনায়তনে ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড পাবলিক হেলথ’ শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন এবং ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান, ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিভাবেন্দ্র এস রঘুবংশী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোর্স কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. ইকবাল কবির এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের হিউম্যান ক্যাপিটাল টিম লিডার ফাহমিদা শবনম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই কোর্সের সফলতা কামনা করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বর্তমান বিশ্বে একটি কঠিন বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের সর্বদা সচেতন ও সক্রিয় থাকতে হবে। এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে দায়িত্বশীল জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের সকলকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। মূল্যবোধ, চেতনা ও দায়িত্বের জায়গা দুর্বল থাকলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যখনই দেশে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখনই বিপর্যয় নেমে আসে। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ইতিবাচক মূল্যবোধসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-উপচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বর্তমান প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ’সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হবে। এছাড়া, নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

চতুর্দশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবে স্যার এ এফ রহমান হল চ্যাম্পিয়ন

চতুর্দশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এ এফ রহমান হল ডিবেটিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ফজলুল হক মুসলিম হল প্রাঙ্গণে উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ফজলুল হক মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাব এই উৎসব আয়োজন করে। ফজলুল হক মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি মো. আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুম, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটরদ্বয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদির ও ড. আ. স. ম. মনজুর আল হোসেন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার ইব্রাহীম বিপ্লব অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ নানা প্রেক্ষাপটে এই হলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে এবারের উৎসব আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ও সৌরশক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প উৎস নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশ ও ইরানের শিশু-কিশোর সাহিত্য’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইরানি দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সৈয়দ রেজা মিরমোহাম্মাদি, ঢাকাস্থ আল-মোস্তফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়ালমুসলেমিন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখী রাদ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ইরানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. বাহাদুর বাঘেরি, বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর ড. মাজিদ পুঁইয়ান বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক ও বিশিষ্টজনের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

জিনাত বরকতুল্লাহ

একুশে পদকপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী ও বরেণ্য অভিনেত্রী জিনাত বরকতুল্লাহ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী জিনাত বরকতুল্লাহ ছিলেন দেশের একজন খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের অনুসারী এই শিল্পী দেশের নৃত্যশিল্পের বিকাশ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। নৃত্যশিল্পীর পাশাপাশি তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গুণী এই শিল্পীর মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো। এদেশের নৃত্য শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, জিনাত বরকতুল্লাহ গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ধানমন্ডির নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন।

এ কে এম শাহজাহান কামাল

সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এবং লক্ষীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শাহজাহান কামালের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, এ কে এম শাহজাহান কামাল বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী একজন অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। এ কে এম শাহজাহান কামাল ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি লক্ষীপুর জেলায় গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। জনপ্রিয় এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গণে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, এ কে এম শাহজাহান কামাল গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভোর রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৪ অক্টোবর ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, গবেষক ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, উদার, মানবিক, সজ্জন এই গুণী শিক্ষক বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় এই উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেছেন। প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজিসহ উদ্ভিদবিজ্ঞানের উন্নয়ন ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য এই উদ্ভিদ বিজ্ঞানী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ দিবাগত রাতে রাজধানীতে তাঁর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

কবি আসাদ চৌধুরী

একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশ বরেণ্য কবি আসাদ চৌধুরী-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৫ অক্টোবর ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আসাদ চৌধুরী ছিলেন দেশের একজন অন্যতম খ্যাতিমান কবি, কথাশিল্পী ও আবৃত্তিশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এই শিক্ষার্থী কাব্য ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি মৌলিক কবিতা ছাড়াও শিশুতোষ গ্রন্থ, ছড়া ও অনুবাদ করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই জনপ্রিয় কবি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত কবি আসাদ চৌধুরীর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, কবি আসাদ চৌধুরী গত ৫ অক্টোবর ২০২৩ কানাডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

চীনা অধ্যাপক

চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক লিউ জংগুই গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস. ল্যাং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিস অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাইনিজ স্টাডিজ সেন্টারের উদ্বোধনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সেন্টারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিতভাবে গবেষণা, সেমিনার, কর্মশালা এবং বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। সেন্টারের জন্য চীন সরকার বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান এবং পর্যাপ্ত বই উপহার হিসেবে প্রদান করবে। উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে তাঁরা ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষা, গবেষণা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে চীন সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও বেশি যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক লিউ জংগুইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ।

কোইকা কান্ট্রি ডিরেক্টর

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর কিম তাইহং গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্টারপ্রিনিউরশিপ সেন্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক এবং নির্বাহী পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান "Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোইকার আর্থিক সহযোগিতায় এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রকল্প দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কানাডার হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার মিস. লিলি নিকোলস গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে কানাডার হাইকমিশনার মিস. লিলি নিকোলস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কানাডা সফরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দু'দেশের মধ্যে চলমান শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য কানাডার হাইকমিশনার মিস. লিলি নিকোলস এবং রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. জেফ কেশেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সৌদি রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত মি. ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলান গত ৮ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারেও তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন। এসময় সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরো জোরদারের বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব হচ্ছে দুটি বন্ধুপ্রতিম ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দেশ। উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।পারস্পরিক এই সম্পর্ক আগামীতে আরো গতিশীল ও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য সৌদি রাষ্ট্রদূত মি. ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার মিস. লিলি নিকোলস গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত মি. ঈসা ইউসুফ ঈসা আলদুহাইলান গত ৮ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক লিউ জংগুই গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর কিম তাইহং গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাবি এবং রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. জেফ কেশেন নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, এটি কানাডার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমঝোতা স্মারক।

অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার মিস লিলি নিকোলস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ঢাকাস্থ কানাডা দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা সরঞ্জাম, প্রকাশনা এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. জেফ কেশেনকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কানাডার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রিজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. জেফ কেশেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকরা উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা ও বিবেকবোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর) এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সেঁজুতি রহমান বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম তৈরির মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন, সেক্ষেত্রে দক্ষ তরুণ প্রজন্মই হবে মূল চালিকাশক্তি। বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ও পরিমিত ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সন্তানদের সৃজনশীল কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে অভিভাবকদের নজরদারি বাড়াতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিস্কারের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য উপাচার্য শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডে দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে ১হাজারের বেশি নিবন্ধিত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা)-এর দক্ষিণ কোরিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর) করেন। এসময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীন গ্রোথ, গ্রীন ট্রানজিশন, শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের শিক্ষক ও গবেষকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া, সফরকালে অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোরিয়ার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও তিনি ফলপ্রসূ মতবিনিময় করেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে দেশে ফিরেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় ঢাবি দাবা ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাইটস্ মেয়ারস্'-এর খেলোয়াড়রা হলেন তানভীর আলম, সোহেল মিয়া, মো. নাহিদ হাসান, মো. ফজলে এলাহী, শান্ত চিচাম এবং এহসানুল হক ইমন। চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়বৃন্দ গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাবের মডারেটর ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবা ক্লাবেরই আরেকটি দল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাসল ক্রাশারস'। এই টিমের হয়ে খেলেছেন ফয়সাল মাহমুদ হৃদয়, গালিব হাসান অন্বয়, সবুজ আহমেদ সাগর, রাগিব শাহরিয়ার, রাতুল আহমেদ খান এবং রাজ চৌহান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাব টানা তিনবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। স্পোর্টস বাংলা আয়োজিত চার দিনব্যাপী এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি দল অংশগ্রহণ করে।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২১ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র সাবেক সভাপতি মো. শফিকুল করিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান, সজ্জন ও নীতিবান শিক্ষক ও গবেষক। বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এই জাতীয় বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে। অধ্যাপক সিতারা পারভীনের মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. নাছিমুল হুদা, এস.এম শামস্ রহমান, সুমাইয়া সানজানা নিম্মি, নওশীন বিথি, অর্থি নবনিতা, মারিয়া আনিস চৌধুরী, মো. মাহফুজুল ইসলাম, নিতি চাকমা, সুজন সেন গুপ্ত এবং সৈয়দ মোহাম্মদ রাহাতুল ইসলাম।

ড. সিতারা পারভীনের সহপাঠী নাছিমা হায়দার এবং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইফুল আলম চৌধুরী। বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সহযোগী অধ্যাপক শাওন্তী হায়দার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উল্লেখ্য, সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

৬ শিক্ষার্থীর 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৬ জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থী 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ প্রদান করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এরকম বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেন, এই বৃত্তির দ্বারা শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত ও উপকৃত হবে। অসাম্প্রদায়িক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধ ও মেধাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী, একই বিভাগের অধ্যাপক মো. ফেরদৌস হোসেন, অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মোঃ রাজিব হোসেন, রায়েজিদ বোস্তামী, হাসান নাহিদ, ইসমাইল, মিলন হোসেন ও সামিয়া মোস্তফা।

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির ৩৮ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে এক র‍্যালি বের করা হয়। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সমিতির সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মাহী, সাবেক নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৫২ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পাশে দাড়ানোর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস বিনির্মাণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এই শিক্ষার্থীদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অসহায়, দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ৫২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষার্থীকে আজ যে অনুদান দেয়া হয়েছে, তা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুদান বৃদ্ধি করে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্মার্ট নাগরিকে পরিণত করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নৃবিজ্ঞান বিভাগ চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ১৫তম নাফিয়া গাজী আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নৃবিজ্ঞান বিভাগ এবং রানার্স-আপ হয়েছে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ (এআইএস) বিভাগ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ডিইউডিএস-এর সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান, ডিইউডিএস-এর মডারেটর তাওহীদা জাহান এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হারুন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে ডিইউডিএস দেশের বিতর্ক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনের সাবেক বিতার্কিকরা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত বিতার্কিক নাফিয়া গাজীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি আরও বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকলকে সচেতন করতে এই ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পথচারীর চলাচলে সচেতনতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে মেনে চলা এবং সড়ক ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

দু'দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ৫২টি বিভাগের বিতর্ক দল অংশ নেয়। ফাইনালে শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের মোস্তফা মুশফিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কনফারেন্স হলে 'স্টুডেন্ট প্রমোশন এন্ড সাপোর্ট ইউনিট'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত 'Effective Communication Skills' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫